- কার কাছে তথ্য চাইতে হবে? সব সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং এই আইনের আওতাধীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করে তথ্য চাওয়া যেতে পারে। তবে আইন অনুযায়ী এই তথ্য আবেদন কর্তৃপক্ষের নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবর করতে হবে। [ধারা ৮]
- কিভাবে আবেদন করতে হবে? আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক নির্দেশিত ফরম এ আবেদন করে তথ্য চাইতে পারেন। ফরম না থাকলে উক্ত ধারায় উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী সাদা কাগজে লিখিতভাবে আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারী এই আবেদন হাতে হাতে অথবা ডাকযোগে অথবা ইমেইল এর মাধ্যমে জমা দিতে পারেন। [ধারা ৮]
- তথ্যের জন্য কত মূল্য পরিশোধ করতে হবে? তথ্য অধিকার বিধিমালার বিধি নম্বর ৮ অনুযায়ী তথ্যপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আবেদনকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রদেয় ফিস নগদ, মানি অর্ডার, পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা স্ট্যাম্প অর্ডার-এর মাধ্যমে প্রদান করা যাবে। উল্লেখ্য যে লিখিত কোন ডকুমেন্ট-এর কপি সরবরাহের জন্য A4 ও A3 মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা হারে প্রদান করতে হবে। [ধারা ৮]
- আবেদন করার কত দিনের মধ্যে উত্তর প্রাপ্তি আশা করা যাবে? আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী আবেদন করার ২০ কার্যদিবস-এর মধ্যে আবেদনপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ আবেদন-কারীকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। তবে অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে একাধিক তথ্য ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। [ধারা ৯]
- কী কী ধরনের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়? আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষসমূহকে কিছু তথ্য প্রদান থেকে বিরত করা হয়েছে। যেমন কারো ব্যক্তিগত তথ্য, দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এসমস্ত তথ্য, জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত সকল সরকারী তথ্য চাওয়া বা পাওয়া যাবে না। [ধারা ৭]
- আবেদনের উত্তর না পেলে বা সঠিক তথ্য না পেলে আবেদনকারীর কি করণীয়? নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পেলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হলে **ধারা ২৪** অনুযায়ী সেই কর্তৃপক্ষের বা সেই তথ্য ইউনিট-এর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে হবে। আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে বা আপীল নিষ্পত্তি না হলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

✓ **সঠিক আবেদনের কৌশল ঃ**

➪ আবেদনকারী কি তথ্য চাইবেন, কার কাছে চাইবেন এবং কেন চাইবেন এবং তথ্য পেলে কি কাজে লাগাবেন, এসকল বিষয় তার মনে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। আবেদনকারীকে বুঝতে হবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চাওয়া তথ্য ছাড়াও, আরো অনেক তথ্য আছে যা দেশের দশের সকলের স্বার্থে ও উপকারে কাজে লাগে, তাই সেসব তথ্য জেনে দেশের উন্নতি সাধনে আইনটি ব্যবহারের কথা ভাবতে হবে।

➪ প্রাপ্ত তথ্য নিজের, এলাকার ও সমাজের কি উপকারে আসবে, সে বিষয়ে আগে থেকেই অবগত হতে হবে, প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মহল থেকে জেনে নিতে হবে;

➪ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা গ্রহণের পর আবেদন লিখতে হবে।উদাহরণ: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার ৩ নং পাকড়ী ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডে কতজনকে প্রতিবন্ধী ভাতা দেওয়া হয়েছে, তা জানতে চাই। এটি একটি খণ্ডিত প্রশ্ন। এর সাথে যুক্ত হতে পারে, উল্লেখিত সময়ে, এলাকায় প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড বিতরণের প্রাথমিক তালিকা পেতে চাই; চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাদের নামের তালিকা ঠিকানা সহ পেতে চাই। সংখ্যা না চেয়ে তালিকা চাওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

➪ প্রয়োজনে প্রশ্নকে কয়েকটি শাখায় ভাগ করে নেয়া যেতে পারে; যেমন,

❍ বিগত ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার ১৪ নং ফিংড়ি ইউনিয়নের অধীনে থাকা মোট খাসজমির পরিমাণ দাগ ও খতিয়ান নং সহ পেতে চাই।

❍ খাসজমি বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার ১৪ নং ফিংড়ি ইউনিয়নের মাধ্যমে যেসব প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল, বিগত পাঁচ বছর (২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮) সময়ের সেসব তালিকার কপি পেতে চাই

❍ বিগত পাঁচ বছর (২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮) সময়ে বিতরণকৃত খাসজমি যাদের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, জমির পরিমাণসহ তাদের নামের বছরওয়ারী তালিকা ঠিকানাসহ পেতে চাই।

❍ বিগত পাঁচ বছর (২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮) সময়ে খাসজমি বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের নামের বছরওয়ারী তালিকা ঠিকানাসহ পেতে চাই।

❍ বরাদ্দকৃত জমি কি কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার অনুসন্ধান প্রতিবেদন পেতে চাই।

➪ সময়/মেয়াদ সংক্রান্ত প্রশ্ন হলে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। গত বছর, এই বছর, গত ছয় মাস- এরকম লেখা যাবে না; বরং ২০১৭-১৮ অর্থবছর, ২০১৮ সন, ২০১৮ সনের জুন থেকে ডিসেম্বর- এভাবে লিখতে হবে;

➪ একইভাবে, অত্র এলাকায়/ অত্র ইউনিয়নে না লিখে, এলাকা/ ইউনিয়ন/ উপজেলা/ জেলার নাম লিখতে হবে;

➪ উত্তরদাতা আবেদনপত্র পাওয়ার পর যেন এটিকে উভয়ের জন্যই শিক্ষণীয়, প্রয়োজনীয় ও নাগরিকের অধিকারের বিষয় বলে বিবেচনা করতে পারেন, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে;

➪ আবেদনের ভাব ও ভাষা সহজবোধ্য হওয়া খুবই জরুরি;

➪ আবেদন তৈরী করতে অবশ্যই অন্যের সাহায্য নেয়া যায়।

ওপরের আবেদন-সংক্রান্ত কৌশলগুলো সাধারণ জনগণের সুবিধার জন্যে দেওয়া হয়েছে। সুশীল সমাজের বিজ্ঞব্যক্তিবর্গ ও সমাজের উচ্চস্থানীয় অভিজ্ঞ মহলের অন্যান্য সবাই অবশ্যই আরো ভালোভাবে জানবেন কীভাবে আবেদন করলে সরকারী কাজের গভীরে প্রবেশ করে সরকারী কাজ সম্পর্কিত আরো অনেক নিগূঢ় তথ্য উন্মোচন করা যায়।

তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত যেকোন সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন :

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)

বাড়ি ৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি, বনানী, ঢাকা- ১২১৩

ফোন নম্বর (০২) ৯৮২০০৫১-২

ই-মেইল: rib@citech-bd.com

ওয়েবসাইট: www.rib-bangladesh.org

www.rib-rtibangladesh.org

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার আইন

সরকার কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে সকল নাগরিকের তা জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার আইন

সরকারের কাজে নাগরিকদের তদারকি স্থাপনের আইন

সরকারের কাজের হিসাব নেবার জন্যে নাগরিক অধিকারের আইন

❖ এই প্রচারপত্রে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বলতে সেই সব প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে ধরা হয়েছে যারা জনগণের বা সরকারি টাকায় পরিচালিত হয়। বিদেশী সাহায্যপুষ্ঠ সকল এনজিও এর আওতায় পড়ে।

National Endowment for Democracy
Supporting Freedom Around the World

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর ১০ বছরের বেশী সময় পার হয়ে গেলেও আইনটির বিষয়ে জনগণ বা সরকারী কর্মকর্তাদের মনে এখনো পরিষ্কার ধারণা তৈরী হয়নি। দুই পক্ষই সঠিকভাবে আইনটি না বুঝলে এর ব্যবহার বাড়বে না, আইনটি অকেজো হয়ে পড়বে।

তবে এই আইনটি কার্যকর করার মূল দায়িত্ব জনগণেরই, কারণ তাঁদের ক্ষমতায়নের জন্যেই আইনটি তৈরী হয়েছে। জনগণ কেন ও কীভাবে আইনটি ব্যবহার করে নিজেরা উপকৃত হবে এবং সরকার ও রাষ্ট্রকে উপকৃত করতে পারে এই প্রচারপত্রে সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাবনা অংশে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে:

১. জনগণ দেশের সকল ক্ষমতার মালিক, তাই এই আইনের মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ আইনটি ব্যবহার ক'রে জনগণ সরকারী কাজের ওপর নজরদারী করে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

২. জনগণ আইনটি ঠিকমতো ব্যবহার করলে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে ও দুর্নীতি কমবে, কারণ জনগণ সরকারের কাছ থেকে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ ক'রে জানতে পারবে সরকার ঠিকমত দায়িত্ব পালন করছে কিনা। যেমন, বাজেটে বরাদ্দ টাকার হিসাব জেনে বলা যায় সঠিকভাবে অর্থ ব্যয় হচ্ছে কিনা। এর ফলে শুধু জনগণেরই উপকার হবে না সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহেরও নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করতে সুবিধা হবে।

৩. এই আইনে সরকার বলতে জনগণের অর্থে পরিচালিত সকল অফিস বা কর্তৃপক্ষকে বোঝানো হয়েছে। যে সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারেরর বা বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত হয়, তারাও এই আইনের আওতায় পড়ে। দেশের বেশীরভাগ এনজিও এই আইনের আওতাধীন। মনে রাখতে হবে যেসব প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্থাৎ জনগণের অর্থ ব্যবহার করে তাদের সকলের কাছ থেকেই হিসাব বা অন্যান্য তথ্য জানতে চাওয়া যায়।

একথায় বলা যায় যে, আইনটির মূল লক্ষ্য এটিকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কাজে লাগানো নয় বরং জনগণের স্বার্থ রক্ষা বা উন্নয়নই এর মূল উদ্দেশ্য। সরকারকে কীভাবে ঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করা যায়, সরকারি কাজ কীভাবে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করা যায়, তা নিশ্চিত করাই তথ্য অধিকার আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই আইনটিকে ঠিকমত বোঝা ও ব্যবহার করা সকল নাগরিকের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

এই আইনে তথ্য কাকে বলে আর কার কাছ থেকে তথ্য চাইতে হবে তা ঠিকমতো বুঝতে না পারলে আইনটির ব্যবহার ঠিকমতো হবে না। "তথ্য" শব্দটি সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। সরকারের কাছে রক্ষিত ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয় এরকম সব তথ্যই তথ্য। অর্থাৎ সরকারের কাছে যেসব চিঠিপত্র, নথিপত্র, ফাইল, দলিল-দস্তাবেজ, যাবতীয় রিপোর্ট, সরকারি বৈঠক সমূহের কার্যবিবরণী, ক্যাসেট-সিডি, রেকর্ড, মানচিত্র, নমুনা-বস্তু ইত্যাদি গচ্ছিত বা রক্ষিত থাকে সবই তথ্য। সরকার যেসব তথ্য সাধারণতঃ প্রকাশ করে না, তা তথ্য। এই আইনের মাধ্যমে অপ্রকাশিত তথ্য প্রকাশে সরকারকে বাধ্য করা যায়।

তবে জনগণের ব্যক্তিগত অনেক তথ্য সরকারের কাছে রক্ষিত থাকে, যেমন কোন ব্যক্তির আইডি কার্ডের রেকর্ড, আঙুলের ছাপ, পুলিশ রেকর্ড, বিচারিক রেকর্ড, মেডিক্যাল রেকর্ড, পাসপোর্ট সংক্রান্ত রেকর্ড সবই তথ্য। কিন্তু এসব তথ্য যে ব্যক্তির নিজস্ব তথ্য তিনি অবশ্যই জানতে বা দেখতে চাইতে পারবেন, তবে অন্যরা তা পারবেন না।

সরকারের কাছে আরো অনেক তথ্য রক্ষিত/গচ্ছিত থাকে, যেমন, দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা-সংক্রান্ত অনেক গোপনীয় তথ্য, পররাষ্ট্রসম্পর্ক সম্পর্কিত তথ্য, দেশ পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয় এ ধরনের তথ্য, গোয়েন্দা তথ্য, আদলতে বিচারাধীন কোনো বিষয়ের ওপর তথ্য। এসবই জাতীয় স্বার্থরক্ষাজনিত তথ্য। তাই সংগত কারণেই এসব তথ্য এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারের কাছে রক্ষিত এইসব তথ্য জনগণের জানার অধিকার নেই, এগুলো গোপনই থাকবে। আইনের ৭ নং ধারায় পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে সরকারের কাছে রক্ষিত প্রায় ২০ ধরনের তথ্য জনগণের জানার অধিকার নেই। অর্থাৎ এগুলোর প্রদান বাধ্যতমূলক নয়। চাইলেও পাওয়া যাবে না।

তবে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থরক্ষা-সম্পর্কিত রেয়াত দেয়া বা অবাধ্যতামূলক তথ্য ছাড়া বাদ-বাকি সব তথ্যই জনগণ জানতে চাইতে পারে। এগুলোকে বলা যায় জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্টতথ্য। এসব তথ্য সরকার জনগণকে জানতে দিতে বাধ্য। এর জন্যে আবেদনকারীকে কোনো কারণ দেখানোর প্রয়োজন নেই। যেমন, সরকার কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করে, কীভাবে তা ব্যয় করা হয়, কোন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সরকার কত অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে, সেই অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে বা হবে ইত্যাদি সব তথ্যই জনগণের জানার অধিকার আছে, কারণ এইসব অর্থই জনগণের অর্থ, জনগণের স্বার্থেই ব্যবহার হবার কথা। তাই জনগণের অধিকার আছে এসব অর্থ ঠিকমতো ব্যয় হচ্ছে কিনা তা জানার।

তাছাড়া সরকারের আইন-কানুন, নীতিমালাএসবও তথ্য। সরকারের সেফটিনেট প্রোগ্রাম বা সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনীর অধীনে যেসব ভাতা দেওয়া হয়, যেমন, মাতৃত্বকালীন, বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, ভিজিএফ কার্ড ইত্যাদি সম্বন্ধে নীতিমালা এবং যাবতীয় কাগজপত্র, এসবও তথ্য। যেমন, কোন ইউনিয়নে কতজন ব্যক্তিকে বয়স্কভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা দেওয়া হয়েছে, কারা কারা সে ভাতা পেয়েছে এবং কোন আইন বা নীতির বা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তারা তা পেয়েছে এসবও তথ্য। সরকারি ক্লিনিকে বিনা পয়সায় বিতরণের জন্য ওষুধ বরাদ্দ হয়েছে তা তথ্য। জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে এসব তথ্য বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে চাইতে পারে। এসব তথ্য জেনে তারা বুঝতে পারে এসব সরকারী কাজে নিয়ম-কানুন মেনে চলা হয়েছে কি না বা কোন দূর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কি না। এসব জানতে চাওয়ার ফলে যেসব সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা এসব কাজে জড়িত তারা সতর্ক হন। তাদের কাজে স্বচ্ছতা আসে। ফলে দূর্নীতি হ্রাস পায়।

এইভাবে দেখতে গেলে, সরকারের কাছে রক্ষিত তথ্য সমূহ মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১. জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য; ২. জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা-সংক্রান্ত তথ্য ও ৩. জনগণের স্বার্থ-সংক্রান্ত তথ্য। প্রথম দুটি সকলের জানার অধিকার নেই অর্থাৎ সেসব তথ্য উন্মুক্ত নয়। কিন্তু বাদ বাকি সব তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত।

জনগণ এইসব জনস্বার্থ বিষয়ক তথ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়ে সরকারী কাজে তদারকি করতে পারে। তবে সরকারী কাজ তদারকি করা ছাড়াও অনেক তথ্য আছে যা আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবেও সাহায্য করতে পারে। যেমন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত তথ্য যা একজন নাগরিককে তার প্রাপ্য-অধিকার অর্জনে সাহায্য করতে পারে। কিংবা একজন ব্যক্তির পাসপোর্টের আবেদন কোথায় কার কাছে আটকে আছে, তার অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়ে সিদ্ধান্তকে তরান্বিত করতে পারে।

তবে ব্যক্তিগত কাজ সম্পর্কিত তথ্য চাওয়া ছাড়াও যেসব তথ্য চাইলে সরকারের কাজ ঠিকমতো পরিচালিত হচ্ছে কিনা জানা যায়, এবং জানা গেলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যায়, সেসব তথ্যের আদান-প্রদানই এই আইনের মূল উদ্দেশ্য। একটি উদাহরণ থেকে তা আরো সহজে বোঝা যাবে। আমরা ঢাকা শহরের হাতিরঝিলের ওপরে অবস্থিত বিজিএমইএ ভবনের কথা জানি। একজন নাগরিক তথ্য আবেদন ক'রে জানতে চাইলেন কীভাবে শহরের মাঝখানে ভরা ঝিলের ওপর এত বড় ইমারত করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। উত্তরে জানা গেল যে সঠিকভাবে নিয়ম মেনে অনুমতি দেয়া হয় নি। অসাধু ও বেআইনী পথে ইমারতটি তৈরী হয়েছিল। পরবর্তীতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বিজিএমইএ ভবন ভেঙ্গে ফেলার রায় দেন। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

একইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরকার জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যেসব সিদ্ধান্ত নেয় তার কতটুকু জনগণের স্বার্থে নেয়া হয় বা অসাধু কারণে নেয়া হয় কিনা তা জানা যায়। এইভাবে দেশের জনগণ সকলে মিলে সরকারী কাজে তদারকি করতে পারলে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দেশের আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা মেনে চলার প্রবণতা বাড়বে বলা যায়। তবে জনগণ আইনটির প্রতুল ব্যবহার না করলে এই উদ্দেশ্য অর্জন হবে না।

তাই এই আইনটিকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সবাইকে বেশি করে ব্যবহার করার কথা ভাবতে হবে। আমরা এই প্রচারপত্রে আইনটাকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তা সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে যে সবাইকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে দেশের ও দশের কল্যানের জন্য আইনটি ব্যবহার করতে শিখতে হবে।

দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই আইনটির প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানা প্রয়োজন:

- তথ্য কাকে বলে? আইন এর ধারা ২(চ) অনুযায়ী তথ্য মানে: "কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যেকোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাবা, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট নির্বিশেষে অন্য যেকোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।" [ধারা ২(চ)]